দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 FEB 2015

মহালছড়ি (খাগড়াছড়ি): উপজেলায় আদীবাসীদের নিজস্ব মাতৃভাষা শিক্ষার স্কুলে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীরা (ইনসেটে জাবারাং পরিচালিত স্কুলে নিজ ভাষায় বর্ণমালা লিখছে এক শিশু) -ইত্তেফাক

মহালছড়িতে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু

মহালছড়ি (খাগড়াছড়ি) সংবাদদাতা

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে শিশুর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০টি প্রাইমারি স্কুলে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপজেলায় মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা আদিবাসী শিশুদের স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

স্থানীয় এনজিও জাবারাং কল্যাণ সমিতি পরিচালিত এ প্রকল্পে মারমা সম্প্রদায়ের ২৩ জন শিশু শিক্ষার্থীকে মারমা ভাষায় একজন শিক্ষিকা পাঠদান করছেন। এদের মধ্যে ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী মারমা শিশু শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রীর মাধ্যমে শিক্ষা দান হয়ে থাকে। জাবারাং কল্যাণ সমিতির মহালছড়ি উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার বাপ্পী তঞ্চঙ্গ্যা জানান, এই প্রকল্পে স্থানীয় মানুষের সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। স্কুলগুলোতে ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাইমারি- ১ এবং ৫ থেকে ৬ বছর বয়সীদের প্রাইমারি- ২ ধাপে রেখে পাঠদান করা হয়। তিনি আরো জানান, উপজেলায় এই সমিতি পরিচালিত সর্বমোট ৩০টি স্কুল চালু করা হয়েছে। স্কুলগুলো হচ্ছে- মাইসছড়ি ইউনিয়নে ১০টি, ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নে ৩টি, মহালছড়ি সদরে ২টি, সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নে ১৫টি স্কুল রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়নে স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানান। উপজেলার চৌংড়াছড়ি অংপ্রং ফ্রি প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুইচিং মারমা (গ্রাম প্রধান) জানান, আদিবাসীদের বিলুপ্ত প্রায় নিজস্ব মাতৃভাষায় স্কুল স্থাপনের বিষয়টি সত্যিই মহতী উদ্যোগ।